আল হাইয়্যাহ

~ইমাম ইবনু আবি দাউদ

পর্ব-১

Note: Abu Mus’ab

ইমাম ইবনু আবি দাউদ বলেন,"দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জু আকড়ে ধরো[১] এবং অনুসরণ করো হিদায়াতের[২] এবং বিদ'আতী হইয়ো না[৩] যাতে তুমি সফলদের একজন হতে পারো[৪]।"

নোট:

[১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এবং তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হইও না।"[কুরআন ০৩:১০৩]

~আল্লাহর রজ্জু [حبل الله] মানে হলো কুরআনুল কারীম। এই মত হলো কাতাদাহ, আব্দুল্লাহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, আতা, দাহহাক, সাইদ আল খুদরী প্রমুখের। [তাফসীর আত তাবারী]

~ইবনু আব্বাসের মতে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা

মানে তার দ্বীন এবং কিতাবকে আকড়ে ধরা।[তাফসীর ইবনু আব্বাস]

~কতিপয় সালাফ ভিন্নমত দিয়েছেন কিন্তু তাদের ভিন্নমতের অর্থ প্রায় একই নির্দেশ করে।[তাফসীর আল কুরতুবী]

ইমাম ইবনু আবি দাউদ এখানে আল্লাহর রজ্জু বলতে কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসকে নির্দেশ করেছেন। আমাদের জন্য এটাও ওয়াজিব যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসকে অনুসরণ করা।

ক."রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ করো, এবং যা থেকে সে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।"[কুরআন ৫৯:০৭]

তাছাড়া সুন্নাহ ও এক ধরণের ওহী! কেননা তিনি ওহী ব্যাতিত মনগড়া কথা বলেন না।

ক."আর সে [মুহাম্মাদ] মনগড়া কথা বলে না।"[কুরআন ৫৩:০৩]

আল্লাহর রজ্জু [কুরআন এবং সুন্নাহ] কে আকড়ে না ধরলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে, যার পরিণাম জাহান্নাম। পূর্ববর্তী জাতিসমূহ আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, তাই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও তারা মতবিরোধ করেছিলো এবং ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছিলো।

ক."আর তোমরা তাদের মতো হইও না যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর।"[কুরআন ০৩:১০৫]

খ."আর কিতাবীরা, তাদের নিকটে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর ই কেবল মতভেদ করেছে।"[কুরআন ৯৮:০৪]

উল্লেখ্য, কোনো ফিক্বহী মাযহাবের অনুসরণ করা মানে বিভক্ত হওয়া না। বরং যেসব ব্যাপারে অস্পষ্টতা এবং মতানৈক্য রয়েছে - সেসব ব্যাপারে সমাধানের জন্য ই বিভিন্ন ফিক্বহী মাযহাবের জন্ম।

মাযহাব দ্বীন নয়। কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবে আবদ্ধ থাকা ওয়াজিব নয়।

[২] আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে হিদায়াতের। হিদায়াত হলো তা যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তিনি ই তার রাসুলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।"[কুরআন ০৯:৩৩]

~সাইয়্যিদুনা ইবনু আব্বাসের মতে হিদায়াত হলো আল্লাহর কিতাব এবং ঈমান।[তাফসীর ইবনু আব্বাস]

হিদায়াত মূলত আল্লাহর কিতাব, উপকারী ইল্ম।

হিদায়াত দুই প্রকার-

~১.প্রথম প্রকার হিদায়াত হলো সাধারণভাবে কাউকে সত্যের দিকে আহবান করা, সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া। যেমনটা আল্লাহ তা'আলার আদেশে নবীগণ দিয়েছেন। এই হিদায়াতের দিকে যে কেউ আহবান করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর সামুদ সম্প্রদায় ; যাদেরকে আমি সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সঠিক পথে চলার বদলে অন্ধ পথে চলাই পছন্দ করেছিলো।"[কুরআন ৪১:১৭]

~২.দ্বিতীয় প্রকার হিদায়াত হলো অন্তরে সত্য জাগ্রত করে সঠিক নির্দেশনা প্রদান। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলা ই দিতে পারেন।

তিনি বলেন,"নিশ্চয়ই তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না যাকে তুমি ভালোবাসো; বরং আল্লাহ ই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।"[কুরআন ২৮:৫৬]

[৩]লেখক বলেছেন আমরা যাতে বিদ'আতী না হই।

বিদ'আতী হলো সে যে বিদ'আহতে লিপ্ত হয়।

বিদ'আহ কি?

~বিদ'আহ হলো নব উদ্ভাবিত বিষয়।

শার'ঈ পরিভাষায় বিদ'আহ হলো এমন আমল যা ইবাদাতের নিয়্যাতে করা হয় অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তার সাহাবীগণ ওই ইবাদাত কিংবা আমল করেননি।

বিদ'আতের কুফল এবং বিদ'আতী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সতর্কবার্তা:

ক.রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে ব্যাক্তি এমন কাজ করলো, যে ব্যপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয়।"[সহীহ মুসলিম]

খ.তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীন নতুন কোনোকিছু উদ্ভাবন করল-যা তার[দ্বীনের] মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[সহীহ মুসলিম]

গ.তিনি আরো বলেন,"তোমরা [দ্বীনে] নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ [বিদ'আত] থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।"[সুনান আবি দাউদ]

বর্ণনায় এসেছে, প্রত্যেক বিদ'আত ই পথভ্রষ্টতা এবং পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

বিদ'আত এবং বিদ'আতী সম্পর্কে সালাফদের অবস্থান:

~সুফইয়ান আস সাওরী বলেন,"যে কেউ বিদ'আতীকে শ্রবণ করলো, সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারি হারালো।"

~হাসান আল বাসরী বলেন,"বিদ'আতী বিশ্বাসের লোকের সাথে বসবে না,তাদের সাথে বিতর্ক করবে না।"

~ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেন,"শাসক কিংবা বিদ'আতীর সাথে বসবে না।"

~ফুদ্বাইল ইবনু ইয়াদ্ব বলেন,"বিদ'আতীর সঙ্গে বসবে না, আমি ভয় করি অভিশাপ তোমার উপর ও পড়বে।"

~ইবরাহীম ইবনু মায়সারাহ বলেন,"যে বিদ'আতীকে সম্মান করলো, সে ইসলাম ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হলো।"

~ইবরাহীম আন নাখ'ঈ বলেন,"বিদ'আতীর ক্ষেত্রে কোন গীবত নেই।" অর্থাৎ, বিদ'আতীর সমালোচনায় কোনো গীবত হবেনা।

সবগুলো বর্ণনার উৎস ইমাম আবুল কাসিম লালীকা'ঈর "শারহ উসুল ইতিক্বাদ আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ"।

বিদ'আত নিয়ে বিস্তারিত এবং স্বতন্ত্র আলোচনা করবো ভিন্ন নোটে ইনশাআল্লাহ।

[৪]কেউ আল্লাহর কিতাব, রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ আকড়ে ধরলে, হিদায়াত আকড়ে থাকলে এবং বিদ'আত ত্যাগ করলে কারো জন্য সফলদের একজন হওয়া সহজ। কেননা পুরষ্কার কেবল সত্যিকার মুমিন এবং তাক্বওয়াবানদের।

ক.বলো:"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য করো।" তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসুলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।[কুরআন ২৪:৫৪]

আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।